পশুরোগ আইন, ২০০৫

(২০০৫ সনের ৫ নং আইন)

পশু রোগের বিস্তাররোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু পশু রোগের বিস্তাররোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন পশুরোগ আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(খ) “নিবন্ধন” অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন নিবন্ধন;

(গ) “পশু” অর্থ নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের পশু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী;

(আ) পাখি;

(ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী;

(ঈ) মত্স্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং

(উ) সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন পশু;

(ঘ) “পশুজাত পণ্য” অর্থ পশু বা পশুর মৃতদেহ হইতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যে কোন পণ্য এবং পশুর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, পশু হইতে উত্পাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে

প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পশুদেহের অন্য যে কোন অংশ বা পশুজাত পণ্যও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "রোগ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত যে কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোন রোগ;

(চ) "পশুর মৃতদেহ" অর্থে কোন পশুর মৃতদেহ বা উহার কোন অংশ বিশেষ এবং উহার মাংস, হাড় (সম্পূর্ণ, খন্ডিত বা চূর্ণ), চামড়া, লোম, চুল, পালক, শিং, ক্ষুর, রক্ত, বা উহার অন্য কোন অংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(জ) "ভেটেরিনারি কর্মকর্তা" অর্থ পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (Ord. XXX of 1982) এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner;

(ঝ) "মহাপরিচালক" অর্থ পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঞ) "সংক্রমিত এলাকা" অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত সংক্রমিত এলাকা;

(ট) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(ড) "রোগাক্রান্ত" অর্থ কোন রোগে আক্রান্ত।

পশুর রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রদান

৩। (১) প্রত্যেক পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক বা কোন পশুর চিকিত্সাকালে বা অন্য কোন ভাবে কোন পশু চিকিত্সক (veterinarian) বা পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীর নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পশু কোন রোগে আক্রান্ত, তাহা হইলে উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, চিকিত্সক বা মাঠ কর্মী অনতিবিলম্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে পশুর উক্ত রোগ সম্পর্কিত তথ্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পশুর কোন রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির পর, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা সংক্রমিত পশু ও উহা রাখিবার স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও

অনুসন্ধানক্রমে যদি নিশ্চিত হন যে, উক্ত রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

রোগাক্রান্ত পশু পৃথকীকরণ

৪। কোন পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, উক্ত পশু রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশুকে অন্যান্য পশু হইতে পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং রোগাক্রান্ত নহে এমন পশু উক্ত রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে বা নিকটে যাহাতে আসিতে না পারে তজ্জন্য, যতদূর সম্ভব, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা

৫। (১) মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, বা উক্ত রোগের বিস্তার লাভের আশংকা বা সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিতব্য প্রজ্ঞাপনে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের তথ্য এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য তথ্যের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) সংক্রমিত এলাকার সীমা;

(খ) সংক্রমিত এলাকা ঘোষণার মেয়াদ;

(গ) সংক্রমিত এলাকায় বিস্তারলাভকারী রোগের বিবরণ;

(ঘ) সংক্রমিত হইতে পারে এইরূপ পশুর বিবরণ; এবং

(ঙ) পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য ব্যবস্থা।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উহা সাধারণতঃ সরকারী গেজেটে প্রকাশের অনধিক তিন মাস মেয়াদে কার্যকর থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তাররোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সময় অনধিক আরো তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইলে, উক্ত এলাকার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সংক্রমিত এলাকায় পশু ও পশুজাত পণ্য স্থানান্তরে বিধি-নিষেধ

৬। (১) ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত সংক্রমিত এলাকার-

(ক) কোন স্থান হইতে উক্ত এলাকা বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন পশু, জীবিত বা মৃত, বা পশুজাত পণ্য, পশুর অংশ বিশেষ বা পশু সংশ্লিষ্ট অন্য কোন পণ্য স্থানান্তর করিতে বা উক্ত ব্যক্তির মালিকানা বা তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পশু চলাচল করাইতে পারিবে না বা সংক্রমণ বহির্ভূত কোন স্থান হইতে উক্ত এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন পশু স্থানান্তর করিতে বা চলাচল করাইতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(অ) ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান প্রতিপালনের প্রয়োজনে পশু আনয়ন;

(আ) সরকারী পশু পালন খামারে পশু আনয়ন; এবং

(ই) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন ক্ষেত্রে পশু আনয়ন;

(খ) রোগাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত বলিয়া গণ্য বা রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন কোন পশুর মাংস, দুধ, ডিম বা উক্ত পশু হইতে উত্পাদিত অন্য কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে না;

(গ) পশু বর্জ্য, পশু খাদ্য বা পশুর আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী উক্ত এলাকা বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেলওয়ে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন ধরনের যানবাহনের মাধ্যমে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত পশু, পশুজাত পণ্য, পশুখাদ্য, পশু বর্জ্য, বা পশুর আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী কোন সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে পরিবহন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ পশু, বা অন্য কোন সামগ্রী রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহনের কোন পর্যায়ে সংক্রমিত এলাকায় নামানো (unloaded) হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহা উক্ত এলাকা হইতে পুনরায় স্থানান্তর করা যাইবে না।

সংক্রমিত এলাকায় প্রতিষেধক টিকা প্রদান

৭। (১) যে রোগের জন্য ধারা ৫ এর অধীন কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেই রোগ প্রতিষেধক টিকাদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বা বাস্তবানুগ হইলে, মহাপরিচালক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত এলাকার এইরূপ সকল প্রকার বা শ্রেণীর পশুকে প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষেধক টিকা প্রদানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সকল ধরনের সুবিধাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

জীবাণুমুক্তকরণ, ইত্যাদি

৮। (১) মহাপরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিতরূপে সংক্রমিত পশু রাখা হইয়াছিল বা সংরক্ষিত ছিল এইরূপ কোন সেড, স্থাপনা, যানবাহন, পশু পালন খামার, পশু প্রজনন খামার, খোয়াড়, খাঁচা, অন্য কোন স্থান বা আঙ্গিনা বা পশুর খাবারের আধার বা ধারক জীবাণুমুক্তকরণের জন্য উহার মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পশুসেড, স্থাপনা, যানবাহন, পশুপালন খামার, পশু প্রজনন খামার, খোয়াড়, খাঁচা, অন্য কোন স্থান বা আঙ্গিনা বা পশুর খাবারের আধার বা ধারক জীবাণুমুক্তকরণের কোন আদেশ জারি করা হইলে, উক্ত আদেশ মোতাবেক জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা পুনঃব্যবহার না করিতে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

পশু পরীক্ষা

৯। (১) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পশু কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত যে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন রোগাক্রান্ত পশু হইতে রক্ত, দুধ, মলমূত্র বা অন্য কোন পদার্থ সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে,-